শতবর্ষের আলোকে জর্জ অরওয়েল ঃ ভবিষ্যদ্দর্শন ও প্রাসঙ্গিকতা

কেতকী দত্ত

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সদ্য শেষ হওয়া আমেরিকা ইরাকের যুদ্ধ, চারদিকে ‘বিচেছদের ঘ্রাণ’, দেশে দেশে অপ্রেমের কালো ধোঁয়া আর এরই মাঝে এসে গেলো চুপিসাড়ে শততম জন্মদিন সেই বিখ্যাত লেখক জর্জ অরওয়েলের (এরিক অর্থার ব্লেয়ার)আশ্চর্যের কথা, আমরা অল্পবিস্তর সকলেই জানি বিখ্যাত সাহিত্যিক ডিয়ার্ড কিপলিং ভারতে জন্মান কিন্তু জর্জ অরওয়েলও যে ভারতে তথা বাংলাতেই জন্মান ১৯০৩ সালে, তা বোধহয় অনেকেই জানি না।

জেনে শিহরণ লাগে যে, তাঁর রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক দর্শন কিছুটা হলেও যে ১৯৯০- র পর থেকে মিলতে শু করছে বা তারও বেশ কিছু আগে (রাশিয়ার পতনের সময়) থেকেই, তা বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার আগে, তাঁর জীবন সম্বন্ধে কটি কথা জেনে নেওয়া যাক।

জর্জ অরওয়েল ১৯৩০ সালে এই বাংলায় জন্মাবার পরও আরও বছর চারেক তাঁর বাবা- মার সাথে ছিলেন এখানে। ১৯০৭-এ এদেশের পাট চুকিয়ে ব্লেয়ার পরিবার পাড়ি জমান নিজের দেশে, পড়াশোনা শু হয় অরওয়েলের ঈটনে। কর্মজীবনে আবার ভারতে আসেন চাকুরী নিয়ে, এবার আসেন Indian Imperial Police এর তরফে বর্মা মুলুকে। সেখানে চাকুরীকালীন অভিজ্ঞতা ও দেখা নিয়েই ১৯৩৪ এর প্রথম উপন্যাস / Burmese Days”। এই কর্মে ১৯২৮- এই অবশ্য তাঁর ইস্তফা। পুনরায় ইংল্যান্ডেপ্রত্যাবর্তন, কষ্টের কবলে পতিত হওয়া, নানা কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় একের পর এক-তা সে স্কুল শিক্ষকতাই হোক্ বা হ্যাম্পস্টেডের বইয়ের দোকানে সেল্স্ম্যানের কাজই হোক। ভদ্রস্থ মনের মতো কাজ পেলেন যখন জীবনের ছত্রিশটি বসন্ত অতিত্রান্ত। / New English Weekly” পত্রিকায় উপন্যাসে সমালোচকের কাজ নেন অরওয়েল। এই মাঝে সৃষ্টি হয় তাঁর অর্থসংকটের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত লেখা “ Down and out in paris and London” ত্রবং Lancashire ও Yorkshire এ বেকারত্বের পচাগলা চেহারা নিয়ে লেখা “ The Road to Wigan Pier” । ১৯৩৬-এর শেষে তাঁর ঘটনা বহুল জীবনে আর এক অনন্য অভিজ্ঞতা রিপাব্লিক্যানদের জন্য স্পেনে যুদ্ধে যোগদান এবং বিশ্রীভাবে আহত হওয়া । সেই যুদ্ধের জীবন্ত দলিল “Homage to Catalonia”--- পায়ে পায়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হোমগার্ড হিসাবে তাঁর সেখানে যোগদান এবং ১৯৪০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত B.B.C. Eastern Service এ শ্রমদান। বজ্রন্তুন্দ্ব পত্রিকায় রাজনীতি ও সাহিত্যের সমালোচনা শু করেন নিয়মিত। ১৯৪৫ -এ অরওয়েল Observer পত্রিকায় যুদ্ধবার্তা সংগ্রাহকের কাজ করেন এবং এর কিছু পরেই “ Manchester Evening News” -এ নিয়মিত লিখতে শু করেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রাজনীতি রূপক ‘ Animal Farm’ (১৯৪৫) এবং “ Nineteen Eighty Four” (১৯৪৯) তাঁকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৪৭ থেকে যক্ষ্মায় ভুগতে শু করেন এবং মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ১৯৫০ এই এই তাজা প্রাণ, দুর্দান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

এখন আসা যাক্ সেই পূর্বোল্লিখিত প্রসঙ্গে ---১৯৮৪-র ভাবিষ্যদ্বাণী কীভাবে ১৯৯০ থেকে মিলতে শু করলো।

অরওয়েলের সেই বিখ্যাত উপন্যাস " Nineteen Eighty Four" একটু উল্টেপাল্টে দেখা যাক। অনেক নতুন কল্পনার অস্তিত্ব আছে এই উপন্যাসে। যেমন - Big Brother, Thought Police, Double Think, Newspeak ----এ সমস্ত নতুন নতুন শব্দ অত্যন্ত ব্যঙ্গধর্মী তথাপি তথাপি অর্থবহ। হয়তো এ কারণেই A.E. Dyson তাঁর " The Crazy Fabric" এ " Orwell! Irony al Prophecy" রচনায় জোনাথন সুইফ্‌টকে স্মরণ করে বলেছেন " ….Orwell's debt to Swift must be briefly touched on. It is more a similarity of temparanent, perhaps, than a direct debt of style – and a স্মত্রজব্ধন্তপ্ত ব্দনপ্পনপ্তত্রজনব্ধস্তত্রব্ধ ব্ধড়ত্রব্ধ, ব্দন্ডন্তন্দ্ব খজভন্দ্বপ্তপ্ত ব্দন্দ্বন্দ্বপ্পব্দ ব্ধপ্স প্পন্দ্ব স্মন্দ্বজড়ত্রস্মব্দ ব্ধক্রন্দ্বজ নন্দ্র স্পব্ধ ব্ধজন্দ্বত্রব্ধন্দ্বজ ব্ধড়ক্র ত্রভ্রনন্দ্রব্ধ. চপ্সব্ধড় প্পন্দ্ব ভন্দ্বজন্দ্ব স্মজপ্সন্দ্ব ব্ধপ্স ব্ধজ্জত্রব্ধন্ত স্মন্দ্বব্দব্দনপ্পনব্দপ্প, ভড়ত্রব্ধ ন্তপ্সপ্তপ্সন্তজব্দ ব্ধড়ন্দ্বনজ নজপ্সন্ত ন্ডত্র স্তুনব্দব্ধজ্জন্তব্ধন্নন্দ্ব ভ্রন্ত*. ছত্ন-১৯৭গ্ন অতএব স্পষ্টই বোঝা যায় যে অরওয়েল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং তাঁর দর্শনে হয়তো মিশে আছে এক ধরণের বিষাদবিধুর নেতিবাচকতা। মুখ্যচরিত্র Winston Smith সর্বদাই দেখতে পাচ্ছেন " Big Brother" র পোস্টার সর্বত্র। এবং স্মিথকে বোঝানো হচ্ছে যে " Big Brother" আছেন এবং তাঁকে ভালোবাসাতেই সকলের মোক্ষপ্রাপ্তি। " Big Brother is watching you" ---এ ধ্রুব সত্য । কিন্তু Big Brother কে কেউ দেখতেই পায় না। ঠিক যেমন Room No. 101 সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম কৌতূহল এ কথা জেনেও যে জীবনের শেষ অঙ্ক বলপূর্বক টানা হয় এখানেইহয়তো রবীন্দ্রনাথের " রাজা" নাটকের রাজার মতো হতে পারতেন " Big Brother" কিন্তু সেই কোমলতা চন্দ্ধ চজ্জপ্সব্ধড়ন্দ্বজ্জ এর কাছে আশা করাই বাহুল্য।

১৯৯০ সালে যখন Gulf War (উপসাগরীয় যুদ্ধ)-এর গোড়া পত্তন জর্জ বুশ (সিনিয়ার) এবং সাদ্দাম হুসেনের মধ্যে তখন কী মনে পড়ে যায় নি " Nineteen Eighty Four" এ চন্দ্ধ চজ্জপ্সব্ধড়ন্দ্বজ্জ প্রণীত " War is Peace" এর উক্তিগুলো ? সেখানে অজকের যুগের চন্দ্ধ চজ্জপ্সব্ধড়ন্দ্বজ্জ যে আমেরিকাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। উক্তিসমূহের ওপর রাখা যাক এক নজর, " The Splitting up of the World into three great Super-stars Was an event, which could be and indeed was foreseen before the middle of the twentieth century. With the absorption of Europe by Russia and of the British Empire by the United States, two of the three existing powers. Eurasia and Oceania Were already effectively in big…. It does not matter whether the war is actually happening and since no decisive victory is possible, it does not matter whether the war is going well or badly. All that is needed is that a state of war should exist…. it is bound to end victoriously with Oceania the indisputed master of the entire world " (পঃ ১৫০-১৫৫) এ কথাগুলোতে বর্ণিত পরিবেশ কী আমেরিকা (তথাকথিত Oceania) তৈরী করে নেয়নি সেই কবে ১৯৯০ সাল থেকেই ? সদ্য - শেষ হওয়া ইরাক- আমেরিকা যুদ্ধেও কী দেখলাম না Oceania তথা আমেরিকাকেই সমগ্র বিশ্বের অবিসংবাদিত প্রভু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে ?! ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ারকে বীরের খেতাব " Congressional Gold Medal" কী হিসেবে বুশ দিচ্ছেন তাহলে ?সেই কবে কোন্‌কালে চার্চিল পেয়েছিলেন এ সম্মান আর পাচ্ছেন এ যুদ্ধের জীবিত প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার. নয় কী ? " Big Brother is watching us" --এ ধ্রুব সত্য আবারও স্বতঃ প্রমাণিত। আজকের জর্জ বুশ কী সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইরান, ভারত---এদের ওপর Big Brother এর মতোই নজর রাখছে না ?

একটা উদাহরণে হয়তো ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে ? আমেরিকা এই কদিন আগেও দাবি করেছিল, লেবান হিজবুল্লা এবং প্যালেস্টাইনের 'হামাস' ও 'ইস্লামিক জেহাদ' এর মতো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে মদত দিয়ে আসছে সিরিয়া । প্যালেস্টাইনও চাইছিলো, মার্কিন মধ্যস্থতায় সিরিয়া উগ্রপন্থী দলগুলোকে মদত দেওয়া বন্ধকরুক।... স্পেনে সিরিয়া রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি জানিয়েছেন, আমেরিকার উদ্দেশ্য ইজরায়েলকে আরব দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ বানানো। এই ছুতোয় ইরাকের পর যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা। (এই বাংলা দৈনিকের রবিবারের পাতা থেকে) তাহলে এটি প্রমাণ হয়েই গেল যে Oceania অর্থাৎ তথাকথিত আমেরিকা (অরওয়েল- বর্ণিত) " War is Peace" নীতিরই অনুসারী। তাছাড়া "Doube think" বা "Newspeak" যে শব্দবন্ধ দুটি অরওয়েল ব্যবহার করেছেন "Nineteen Eight Four"এ তারও প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটেই চলেছে নিরন্তর Oceania তথা আমেরিকায়।

যে দেশই ওদের নেতৃত্বের বিদ্ধে একটুও ভাবনাচিন্তা শু করে, ওরা তাদেরই নিমেষে দমন করবার ছক কষে ফেলে। হয়তো যুদ্ধবাজ আমেরিকার মনোভাব বিশ্লেষণ করতেই সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে চুপিসারে হয়ে গেলো আটটি দেশের বিদেশমন্ত্রীদের এক সম্মেলন। তাতে বলা হয়, ইরাকের বাগদাদে আগে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে তারপর র াষ্টপুঞ্জের নিষেধাজ্ঞাতোলার কথা ভাবতে হবে। ইরাকেরপুনর্গঠনে রাষ্ট্রপুঞ্জের সত্রিয় অংশগ্রহণ, সিরিয়ার প্রতি অ ামেরিকার বৈরিতার প্রতিবাদ----এসব নিয়েই ভাবনাচিন্তা, উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এখানে। এ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলো ইরান, এছাড়া অংশগ্রহণ করে সৌদি আরব, তুরস্ক, জর্ডন, কুয়েত, মিশর, সিরিয়া এবং বাহেরিন। অরওয়েলের কথা এক্ষেত্রেও অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল, 'Thought crime' (চিন্তা অপরাধ) দোষে দুষ্ট এ দেশগুলো। এরা ভাবনার স্তর থেকে টেনে নামিয়ে সম্মেলনে বক্তব্যের স্তরে একথাগুলো রাখার আগেই আমেরিকা এই আটটি দেশকেই টার্গেট এরিয়ার মধ্যে ধরে নেয়। মাথা তুললেই সর্বনাশ---এহেন সাবধানবাণী জারি করেছে Oceania.কিউবাতেও মার্কিনি দ াদাগিরি শু হয়েছে। ইতিমধ্যে কিউবার কাস্ত্রো সরকারের বি দ্ধে মানবাধিকার লঙঘন, গণ অত্যাচারের অভিযোগ এনেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। হয়তো বা কিছু কারণ আছে। কিন্তু সেটি Thought crime পর্যায়েই ধরা পড়ে য ায় Big Brother -এর চোখে।১৯৯০ থেকে ২০০৩ এর ইরাক - আমেরিকা দ্বন্দ্বে দেখা যাচ্ছে যে চনন্ধ চব্জপ্সব্ধড়ন্দব্জ তথা আমেরিকার জয় যেমন অরওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে যায় তেমনই এক ঝলক Newspeak (নতুন বাক্ ধ ারার) এর দিকে নজর রাখা যেতেই পারে। অরওয়েল তাঁর " Nineteen Eighty Four" এ প্রচলিত শব্দের ধারার বদলে এক নতুন বাক্ধারার প্রবর্তন হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন, " If you have a Word like 'good' what need is there for a word like 'bad'? 'Ungood' will do just as well---better, because its an exact opposite which the other is not, Or again if you want a stronger version of 'good', What sense is there in having a whole string of vague, useless words like 'excellent' and 'splendid' and all the rest of then? 'Plus good' covers the meaning or 'double plus good' if you want something stronger still." (পৃঃ ৫৪) এভাবেই আমরা ধীরে ধীরে দেখব যে শেক্সপীয়ার, মিল্টন সুইফট, বায়রণ, ডিকেন্স-এর কালজয়ী রচনাগুলো পর্যন্ত নষ্ট করে দেওয়া হবে। 'চ্নন্ধ ত্রপ্সন্ত' এর দর্শনে জারিত হয়ে তাদের নতুনপে তৈরী করে নেওয়াহবে, হয়তো বা NEWSPEAK এর ব্যবহারেই। আজকের যুগপটে একটু চোখ রাখা যাক। যুদ্ধ কঠে ার কথাটা বাংলায় খুব বেশী শোনা যায় কী? কন্তু এর একটা বেশ নতুন আঙ্গিকে ইংরেজি প্রতিশব্দ এবারের ইরাক-অ ামেরিকা যুদ্ধে BBC পরিবেশিত সংবাদে শোনা গেলো----" Battle- hardened" এরকমই শোনা গেছে 'ব্জ প্সচ বন্দ্বজব্জপ্সব্জন্দপ্প' (সন্ত্রাসের বিদ্ধে যুদ্ধ) সেই ২০০১ এর ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকেই রণকৌশলেরও নানা রীতি নতুন নতুন শোনা গেছে এবার, এদের মধ্যে ..ব্রিজ হেড ব্যাটল.. (প্রতিপক্ষের বিমান আত্রমণ, গোলাবাজি ও সাঁজোয়া বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে যান্ত্রিক, পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী প্রবেশ করিয়ে যে রণকৌশল নেওয়া হয়), পয়েন্ট অব্ রেজিস্ট্যান্স (এ অবশ্য ১৯৯০- এও শুনেছি)। ১৯৯০-৯১ তে ..স্কাড মিসাইলের নাম শুনেছিলাম এবার অবশ্য টোমাহক সহ নানা নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তথ্য জেনেছি। তাহলে, বোধহয় অরওয়েলের 'Newspeak' এর প্রবর্তন শু হয়েই গেছে ধরে নেওয়া যায়। " Nineteen Eighty Four" এর শেষ পংক্তি হলো--- " It was chiefly in order to allow fine for the preliminary work of translation that the final adaption of Newspeak had been fixed for so late a date as 2050" (পৃ. ২৪৭) আরও ৪৭ বছরের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, হয়তো তখন ..বিচ্ছেদের ঘ্রাণ.. পৃথিবীময় সুতীব্র হয়ে উঠবে, কে বলতে পারে ?

'Nineteen Eighty Four' উপন্যাস বলতে গিয়ে উইন্সটন স্মিথের মর্মান্তিক পরিণতি এবং তার অন্যতম কারণ হিসাবে জুলিয়ার সাথে তার বলপূর্বক বিচ্ছেদ বোধহয় আমাদের প্রাসঙ্গিক এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। তা হলো, এই উপন্যাসে মুক্তির পথ কোথায় ? এক সময় মনে হয় ..প্রেম .. ঘোরতর অপরাধ এখানে। Thought Police (চিন্তাপুলিশ) এসে যদি Sex Crime (যৌনকর্মের অপরাধ) প্রত্যক্ষ করে তো সর্বনাশ কারণ Orwell " Junior Anti-sex League" নামে এক সংগঠনেরও উল্লেখ করেন এখানে। তাহলে প্রেম কী অপরাধ সত্য সত্যই ?! আর তার কল্পনা মাত্রই বড়প্সভ্রন্ধড়ব্ধ ত্নপ্সপুনন্তুন্দ্ব এর অতর্কিত হানা ?! অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব ! A.T.Dyson তাঁর 'বড়ন্দ্ব ট্রব্জব্রন্ত ণ্ঠব্জনন্তু'

এ বলেছেন, 'ন্দ ১৯৯৪ ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রব্ধন্তুব্ধ ক্সন্দ্র ব্দন্দ্বপ্র ন্থব্ধন্তুক্সপ্পন্দ্বত্র ল্গাক্সব্দব্দনন্তুন্দ্ব ড়ক্সম্নান্দ্ব ন্দ্রক্সজ ড়ত্তুঙ্খনব্ধন্তু, ভ্রড়ন্দ্ব ন্দ্বজপ্তুন্ত ন্দ্বন্দ্বজন্ত ক্সব্ধড়ন্দ্বজ ড়ক্সম্নান্দ্ব ড্রব্দ ন্দ্রনপ্তুন্দ্বস্তু. ত্বন্দ্বন্দ্বজব্ধড়ন্দ্বপ্তুন্দ্বব্দব্দ, ড়ন্দ্ব স্তুনন্দ্রন্দ্রন্দ্বজব্দ ন্দ্রজক্সপ্প ন্তুব্রজন্দ্বন্তুন্দ্ব ন্দ ব্ধড়ন্দ্ব প্তুন্দ্বন্দ্বব্ধড় ব্ধক্স ভ্রড়নন্তুড় ব্ধড়নব্দ ড়ক্সম্নান্দ্ব ন্তু ন্থ ঙ্খস্তুন্দ্ব ব্ধক্স ব্ধক্সস্থভ্রড়ন্দ্বজন্দ্বব্দ ন্তুব্রজন্দ্বন্তুন্দ্ব,ব্দ নব্দনক্স ক্সন্দ্র ব্দন্দ্বপ্র নব্দত্রব্দ নস্তুন্তুপ্তুপ্তুনন্তু ন্দ্রব্ধব্দন্তু, থজভ্রন্দ্বপ্তুপ্তু'ব্দ নব্দ ন্দন্দ্রত্তুব্দন্দ্বস্তু ভ্রনব্ধড় ব্ধড়ন্দ্ব জত্তুব্ধড়প্তুন্দ্বব্দব্দ ন্তুপ্তুন্দ্বজব্দনব্ধড়ব্ধন্দ্বস্তুন্দ্বব্দব্দ ভ্রড়নন্তুড় ড়ন্দ্ব জ্ঞক্সত্তুব্ধড়ব্ধ ব্ধক্স ল্গাক্সপ্তুনব্ধনন্তুব্দত্রস্তু ব্ধক্স ন্দ্বন্দ্বজন্ত স্তুন্দ্বন্দ্বজব্ধপ্পন্দ্বব্ধ ক্সন্দ্র প্তুনন্দ্রন্দ্ব* (পৃ.২০২)

একইভাবে প্রশ্ন আমাদের Room No. 101 এর অস্তিত্ব নিয়েও, যার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলেই O' Brain বলতেন প্রায় Macbeth -এর সেই বিখ্যাত পংক্তির মতোই, " from whose bourn no traveller returns." আর হয়তো Engene O'neill এর " The last port of call" ।এটা হয়তো ঠিক " Keep the Aspidisyra Fling"এ অরওয়েল একজন ব্যক্তির ভেতরে কী অনর্থ ঘটে যেতে পারে তার ছবি এঁকেছেন। হয়তো বা ভয়াবহতা খানিক লাঘব হয়েছিলো সেখানে যখন মূলচরিত্রটি তার পুরো অভিজ্ঞতা খানিকটা ব্যঙ্গ-পক মিশ্রণে ত্রব্দন্দ্বনস্তুনব্দব্ধজক্স' র কাছে প্রকাশ করে। কিন্তু 'ত্বন্দন্দ্বব্ধন্দ্বন্দ্ব ড্রনব্ধড়ব্ধন্তু ঠক্সত্তুজ'ঞ্জ সমগ্র মানবজাতির ধবংসবার্তায় ভয়াবহ হদিশ এর পাতায় পাতায়। তাই বোধহয় 'ত্রন্তুপ্রন্দ্বব্ধক্সপ্পন্ত ক্সন্দ্র থজভ্রন্দ্বপ্তুপ্তু'ব্দ ১৯৮৪* রচনায় Bertrand Russell বলেন, " Fear is the source from which all these evils spring and fear as is apt to happen in a panic, inspires the very actions which bring out the disasters that are dreaded. The dangers are real --- they are indeed greater than at any previous time in human history—but all yielding to hysteria increases then. It is our clear duty in this difficult time, not only to know the dangers, but to view them calmly and rationally in spite of knowledge of their magnitude. Orwell's world of 1984 if we allow it to exist will not exist for long. It will be only the prelude to universal death."(Portraits from Memory and other essays –Bertrand Russell, পৃ. ২২৮)

এবার অন্যতম বিখ্যাত ছোট্ট উপন্যাস 'ট্রনঙ্খপ্তু ঠব্ধজপ্প' ছ১৯৫৪গ্ধ এর একটি আলোচনায় আসা যাক্। 'ট্রনঙ্খপ্তু ঠব্ধজপ্প' কে বলা হচ্ছে 'ট্ঠনজন্ত ত্রব্ধক্সজন্ত' স্তুগুন্দ্বক্সজন্দ্বব্দ থজভ্রন্দ্বপ্তুপ্তু, কেন 'ঠনজন্ত ত্রব্ধক্সজন্ত' সে প্রসঙ্গে বিশদ যেতে চাই না। তবে নিজে লেখক তাঁর 'ড়ন্তুঢ ভ্রজনব্ধন্দ্ব রচনায় কী বলছেন তাঁর এ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তা বোধহয় জানা একান্ত প্রয়োজন, 'ন্দ্বন্দ্বজন্ত প্তুন্দন্দ্ব ক্সন্দ্র ব্দন্দ্বজনক্সত্তুব্দ ভ্রক্সজন্স ব্ধড্রব্ধ ঢ ড্রন্দ্ব ভ্রজনব্ধব্ধন্দ্ব ব্দন্দন্তুন্দ্ব ১৯৩৬ ড্রব্দ ন্থন্দ্ব ভ্রজনব্ধব্ধন্দ্ব, স্তুনজন্দ্বন্তুব্ধপ্তুন্ত ক্সজ ন্দস্তুনজন্দ্বন্তুব্ধপ্তুন্তু,ত্রন্দন্দব্দব্ধ ব্ধক্সব্ধপ্তুনব্ধজন্দ্রনব্দপ্প. স্থস্থট্রনঙ্খপ্তু ঠব্ধজপ্প ভ্রব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রনজব্দব্ধ স্তুক্সন্স ন্দ ভ্রড়নন্তুড় ঢ ব্ধজনন্দ্বস্তু, ভ্রনব্ধড় ন্দ্রত্তুপ্তুপ্তু ন্তুক্সব্দন্তুনক্সত্তুব্দন্দ্বব্দব্দ ক্সন্দ্র ভ্রড্রব্ধ ঢ ভ্রব্দ স্তুক্সন্দন্দ্ব, ব্ধক্স ন্দ্রত্তুব্দন্দ্ব ল্গাক্সপ্তুনব্ধনন্তুপ্তু ল্গাত্তুজল্গাক্সব্দন্দ্বত্রস্তুত্রজব্ধনব্দব্ধনন্তু ল্গাত্তুজল্গাক্সব্দন্দ্ব ন্দব্ধক্স ক্সন্দ্ব ভ্রড়ক্সপ্তুন্দ্ব.* এই উপন্যাসে Mr. Junes এর খামার বাড়ীতে কিভাবে পশুরা প্রতিবাদে সোচচার হয়ে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতার রশি তুলে নিলো তারই গল্প বলা হয়েছে। এ উপন্যাসে শেষে কিন্তু সেই মানুষের সাথে পশুদের ভেদাভেদের জায়গাটা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে গিয়ে মানুষকে শূকর অথবা শূকরকে মানুষ মনে হতে থাকে Animal Farm এর পশু-বাসিন্দাদের । Napo-born আর Mr. Pilkingtonএর (পশুপক্ষের উকিল) মধ্যে কলহ দিয়েই শেষ হয় উপন্যাসটি যেখানে অরওয়েল খুব মজা করে বলেন, " Yes, a violent quarrel was in progress. There were shoutings, bargings on the task, sharp suspicious glances, furious denials. The source of the trouble appeared to be that Napobonত্রস্তু ত্তজ. ত্নপ্তুন্সন্দব্ধক্স ড্রস্তু ন্দ্বন্তুড় ল্গাপ্তুন্তুন্দ্বস্তুত্রত্রন্তুন্দ্ব ক্সন্দ্র ব্দন্দ্রস্তুন্দ্বব্দ ব্দনপ্পত্তুপ্তুন্দক্সত্তুব্দপ্তুন্তস্থস্থবড়ন্দ্ব ন্তুজন্দ্বব্ধত্তুজন্দ্বব্দ ক্সত্তুব্ধব্দনস্তুন্দ্ব প্তুক্সক্সন্দ্বস্তু ন্দ্রজক্সপ্প ল্গানব্ধ ব্ধক্স ঙ্খত্রস্তু ন্দ্রনজপ্প ঙ্খ ব্ধক্স ল্গানব্ধস্তু ন্দ্রজক্সপ্প ল্গানব্ধ ব্ধক্স ঙ্খত্রন্দ, স্তুব্ধত্রপ্তুজন্দ্বস্তুন্তুনব্ধ ভ্রব্দ নপ্পল্গাক্সব্দব্দনস্তুন্দ্ব ব্ধক্স ব্ধন্তু ভ্রড়নন্তুড় ভ্রব্দ ভ্রড়নন্তুড়* (পৃ. ১২৮)

এই উপন্যাসে প্রথম গোলমালের সূত্রপাতই হয় যখন Mr. Jones এর খামারবাড়ীতে পালিত পশুরা সবাই মানুষের

বিদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং Major নামে এক শূকর তাদের নেতৃত্ব দেয়। উপন্যাসের গোড়াতেই Majorতার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বলে, /ত্বপ্সভ্র ন্তপ্সপ্পক্স্রস্তুন্দ্বব্দ, ভড়ুব্ধ নব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ত্রব্ধত্তজন্দ্ব প্সন্দ্র ব্ধড়নব্দ পুনন্দ্রন্দ্ব প্সন্দ্র প্সত্তজব্দঞ্জ ন্দ্বব্ধ ত্তব্দ ন্দ্রন্তুন্দ্ব নব্ধ জ্ঞ প্সত্তজ পুনন্দ্বব্দত্রজন্দ্ব প্পনব্দন্দ্বক্স্রস্তুন্দ্ব, প্তস্ত্রজনপ্সত্তব্দত্রুস্ত্ত ব্দড়প্সজব্ধ. ন্দ্বত্রজন্দ্ব স্থাজ্ঞ, ভ্রন্দ্বত্রজন্দ্ব ষ্পন্দ্ধ ন্দত্তব্দব্ধ ব্দপ্স প্পত্তন্তড় ন্দ্রপ্সপ্সস্তত্রব্দ ভ্রনপুপ্ত প্সন্দ্বন্দ্বম্মা ব্ধড়ন্দ্ব জ্বন্দ্বব্ধড় ন্ত প্সত্তজ স্থাস্তুনন্দ্বব্দত্রুস্ত্ত ব্ধড়প্সব্দন্দ্ব প্সন্দ্র ত্তব্দ ভ্রড়প্স ত্রজন্দ্ব স্তন্দ্রস্তুন্দ্ব প্সন্দ্র নব্ধত্রজন্দ্ব ন্দ্রপ্সজন্তুন্দ্বস্ত্ত ব্ধপ্স ভ্রপ্সজন্স ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ্ব প্তব্দব্ধত্রব্ধপ্সপ্প প্সন্দ্র প্সত্তজ ব্দব্ধজন্দ্বন্ধব্ধড়ুত্রুস্ত্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্বজন্ত ন্তব্দব্ধব্ধ প্সত্তজ ত্তব্দন্দ্বন্দ্রত্তপুন্দ্বব্দব্দ ড়ুব্দ ন্তপ্সপ্পন্দ্ব ব্ধপ্স ত্র ন্দ্ধস্ত্ত ভ্রন্দ্ব ত্রজন্দ্ব ব্দপ্তত্তব্ধড়ব্ধন্দ্বজন্দ্বস্ত্ত ভ্রনব্ধড় ড়নস্তুন্দ্ধন্দ্বব্দব্দ ন্তজত্তন্দ্বপুব্ধন্তস্থ..

Man is the only real enemy we have, Remove Man from the scene and the root cause of hunger and overwork is abolished for each. Man is the only creatures that consumes without producing”………

আস্তে আস্তে বোধজগতে আলোড়ন শু হয় প্রাণীদের।“Beasts of England” তাদের গণসঙ্গীত হয়ে ওঠে, দিকে দিকে শ্লোগান - পোস্টার পড়ে যায়, /বড়ন্দ্ব ত্রন্দ্ধন্দ্ধ ট্রপ্সপ্পক্ষুস্তুপ্পন্দ্ধব্ধব্দ* এর আকারে, /ড়ন্দ্বব্ধড়ন্দ্বজ ষ্কপ্সন্দ্বব্দ ত্তম্মাপ্সু ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধভ্রপ্স পুন্দ্বন্ধব্দ নব্দত্র ন্দ্ধন্দ্বপ্পন্ত*, /ড়ুব্ধন্দ্ধন্দ্বজ ষ্কপ্সন্দ্বব্দ ত্তম্মাপ্সু ন্দ্রপ্সত্তজ পুন্দ্বন্ধব্দ প্সজ ড়ুব্দ ভ্রন্তন্ধব্দ নব্দত্র ন্দ্রজনন্দ্ধস্ত্ত.স্থ টুপুপুত্রনপ্পপুব্দত্রজন্দ্ব ন্দ্বশুক্ত্রপ্ত*এ জাতীয় কথা লেখা আছে তাতে । সর্বোপরি, ওদের অত্যাচারে Mr. Jones কে তার খামাররাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্যত্র, জীবজন্তুরা এর নামকরণ নিজেরাই করে “Animal Farm” কিন্তু শেষমেষ Snowball এবং Napoleon এই দুই শূকরে নেতৃত্বদান নিয়ে মতভেদ পরে মারামারি শু হয়। Napoleon কে পালিয়ে বাঁচতে হয়। পরে অবশ্য অনেক রেষারেষি, সংঘর্ষ শু হয় নিজেদের মধ্যেই। পরে Seven Commandments ছেঁটে মাত্র একটিই শ্লোগান রাখা হয়-----

ALL ANIMALS ARE EQUAL
BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL
THAN OTHERS.”

আর ANIMAL FARM নামের বদলে আসে /বড়ন্দ্ব ক্সপ্সজ ঠ্রজপ্প’. ‘চন্দ্বব্দব্ধব্দ প্সন্দ্র ড্রন্ধপ্তস্ত্ত’ এর সুরও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে, একসময় শ্রুতি থেকে পড়ে খসে। যদিও রাশিয়া বিপ্লবের ও তার পরের চিত্রকে ব্যঙ্গ করেই অরওয়েলের এই সৃষ্টি তবু এ গল্প শুধু রাশিয়া-বিপ্লবের আধারে নয়। একধরণের /নজপ্সন্ত জন্দ্বন্দ্বজব্দপ্ত* রয়েছে ঘটনাবিন্যাসে, রয়েছে /প্পত্তব্দব্ধনন্তুন্দ্ব ড্রশুক্তপুনব্ধন্ত ঠক্সব্ধন্দ্বজ্ঞনব্ধন্ত* শ্লোগানদের প্রতি বিরূপ কটাক্ষ। তা তো সত্যিই আর অনুসরণীয় থাকে না ! এই মুগ্ধতাহরণ (disillusionment) নানাভাবেই রয়েছে শেক্সপীয়রের ..জুলিয়াস সীজরে.., হব্সের ..লেভায়থানে..। সাধারণ মানুষ বিপ্লবের শেষ শিকার সর্ব কালে, সর্ব ক্ষেত্রে। তার স্বাধীনতা, সুখ সর্বস্ব খুইয়েই তার আত্মত্যাগ স্বীকার। আজকেইরাক- আমেরিকা যুদ্ধে ও কী তাই-ই দেখি না ? ১৯৯০-৯১ এর উপসাগরীয় যুদ্ধে ও কী তাই হয়নি ? শ্রেনীহীন সমাজ-এর (Classless Society) প্রতিও কাটক্ষ করেছেন বৈকি অরওয়েল। অরওয়েল স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থনীতির নিরিখে ত্রিস্তরে বিভক্ত সমাজকে। উচচ স্তর, মধ্য স্তর, নিম্ন স্তর। A.E. Dyson পরিষ্কার বলছেন, /বড়ন্দ্ব ভ্রুজ ষ্কব্ধভ্রন্দ্বন্দ্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ন্তপ্তব্দব্দন্দ্বব্দ নব্দ ন্দ্বন্তন্দ্বব্দব্দজন্তত্রুস্ত্ত ন্ত প্সজপ্পপ্ত ন্তনজন্তত্তপ্পব্দব্ধন্তুন্দ্বব্দ ন্তপ্সত্তপুস্ত ন্দ্বন্দ্বজ ড়ুন্দ্বত্র ন্দ্ধস্ত্ত. বড়ন্দ্বত্রব্ধনন্ত ম্মাপ্সপুনব্ধনন্তপ্ত জন্দ্বপুনব্ধন্ত নব্দত্র ব্দব্ধজত্তন্ধব্ধপুন্দ্ব ন্দ্রপ্সজ ম্মাপ্সভ্রন্দ্বজত্রুস্ত্ত ত্রব্ধনন্ত জন্দ্বপুনব্ধন্ত প্সন্দ্র ম্মাপ্সভ্রন্দ্বজ নব্দ ব্ধড়ন্দ্বত্রপ্পত্তব্ধনপ্সত্রুস্ত্ত ব্দন্দ্বপুন্দ্র ত্রব্ধব্ধক্সস্তুনভ্রন্দ্বপ্পন্দ্ধব্ধ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রন্দ্বভ্রত্রব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্বপ্রন্দ্বন্দ্ধব্দন্দ্ব প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব প্পক্ষুন্ত* এরই বাস্তবচিত্র দেখেছি কম্যুনিস্ট- রাশিয়া টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ার আগে, চওসেস্কুর সমূহ পতনের প্রাক্‌মুহূর্তে । তবে অরওয়েল নিজে সে মুহূর্তে Animal Farm এর Buxer এর মধ্যে শেক্সপীয়ারের ব্রুটাসের ছায়া পান। Bertrand Russell- এর সাথে এই জায়গায় বোধহয় Orwell সহমত পোষন করেন,/ Sensible men do not have power” এখানে / Sensible” কথাটায় বুদ্ধির থেকেও নৈতিকতা অরওয়েলের লক্ষ্য। ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ্‌দের অরওয়েলের /depraved” (নীতিজ্ঞানহীন) বলেই মনে হয়েছে বারবার। ক্ষমতার লিপ্সা

খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন A.E. Dyson-“In ‘Animal Farm’ the rise of the pigs to power is presented as inevitable…. We observe the pigs coming into the ascending almost at once, as they persuade their fellow animals through, a স্তড্রজ্রস্তত্ত্বন্দ্বজনদ্বন্স্ত ন্দ্বন্দ্বম্নাপ্তস্ত স্পন্দ্র নস্তন্দ্রপ্তনদ্বপ্ত্রস্ত ন্দ্রন্দ্রজ ভ্রড়ন্দ্ব ব্দড়ন্দ্ব প্লস্তড়ন্দ্বজস্ত স্পন্দ্র জন্দ্বস্পন্দ্বস্ত ম্নাস্পভ্রন্দ্বজ ম্ভ্রব্দন্দ্বব্দ ন্দ্বস্প ব্দড়ন্দ্বনজ ড্রস্তব্দ, নস্তন্দ্রপ্তনব্দপ্প নব্দ ব্দস্পব্দপ্তপ্তস্তজন্দ্বম্নাপ্তস্তন্দ্বস্ত স্তন্দ্রন্দ্রজ.* (পৃ. ২০৪) The Road to Wigan pier” (১৯৩৭) লেখার সময় সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত অরওয়েল বলেন, ‘ট্রব্দ ব্দড্রব্দ ব্দনপ্পন্দ্ব ন্দ্রনপ্তস্তজন্দ্ব ব্দন্দ্বন্দ্বপ্পন্দ্বস্ত ব্দস্প প্লন্দ্ব ব্দড়ন্দ্ব স্পপ্তস্তনজব্দস্তন্দ্ব তাহলে Animal Farm এ তা কী Boxes এবং ‘ন্দ্রনপ্তস্তজন্দ্ব কে উদ্দেশ্য করে ?

যাই হোক, আজকের প্রাসঙ্গিকতায় চস্পপ্রন্দ্বব্দ কে যদি ধরি সাদ্দাম আর Napoleon জর্জ বুশকে বলা যায় ? একটু চিন্তার অবকাশ আছে বৈকি ! তবে, Pilkington আর স্তন্ম্নাস্পপ্তন্দ্বস্ক এর ঝগড়া চলবে নিরন্তর যতদিন সাদ্দাম ও ওসামা বিন লাদেন আছে একপ্রান্তে আর অন্যপ্রান্তে রয়েছে শ ও ব্লেয়ার। অরওয়েল ভবিয্যৎদ্রষ্টা হিসেবে যেমন ভয়ানক তেমনই ব্যঙ্গ-ধর্মী রচনায় বোধহয় সুইফ্ট্কেও বহুদুর ছাপিয়ে যান !!

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Nineteen Eighty Four—George Orwell, Penguin (London) 1949.
2. Animal Farm –George Orwell, Signet Classic, USA, 1946
3. The Crazy Fabric : Essseys in Irony:-
A.E. Dyson, St. Martin’s Press, New York, 1965
4. Portraits from Memory and other Essays :-
Bertrand Russell, Siman and Schuster USA.
5. Õ±òjõ±æ±õþ ó¿Sß± , õîÇ÷±ò, õþ¿õõ±Îõþõþ ÎS±h óSü÷Óý ë×Mõþõ/ üÑõ±ð¼

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com